পর্বঃ৩

‘বেটী তুই একবার রামকৃষ্ণ মন্দিরে যা,ছেলেটাকে নিয়ে মাথা ঠেকে আয়,ওখানে রামকৃষ্ণ প্রসাদ নিয়ে আয়।ছেলেটা সুস্থ হয়ে যাবে,তোর মনোকামনা পূর্ণ হবে।পল্লবী জানে বাবু মিশনের ভক্ত।রোজ রামকৃষ্ণ মন্দিরে লাড্ডু চড়িয়ে,সিদুঁরের ফোঁটা কপালে দিয়ে তবেই দোকানে আসেন।আজ রামকৃষ্ণের কথা বলছেন তার দুঃখ মোচন করার জন্যই।

‘জানিস তো আমি অনেক আশীর্বাদ পেয়েছি তার। আমার স্ত্রীকে নিয়ে গেছি অনেকবার।ওর অসুখ ভালো হয়ে গেছে।রামপুরার মেয়ে তো খুব বিশ্বাস ওর রামকৃষ্ণের প্রতি।‘ উনার বিশ্বাসের অমর্যাদা না দেখিয়ে পল্লবী বলল,পূজোর পর একবার যাব রামকৃষ্ণ মন্দিরে যাব,ঢাকায় কিছুদিন থেকে আসব।

কিছুক্ষণ আগে আকাশে যেভাবে বাদল দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল,তা এখন শান্ত হয়েছে।কালো ঘন মেঘ এখনও ছেয়ে আছে,আবার কখন হুড়মুড়িয়ে গড়িয়ে পড়বে।একবার আকাশের দিকে চেয়ে স্কুটারটাতে স্টার্ট দিল।আজ ফেলা আসা দিনগুলো যেন ভূই ফুঁড়ে বীজের অংকুরগমনের মত বেড়িয়ে আসছে।অতীতের পুঞ্জীভূত বেদনা কুলু কুলু প্রবাহে বয়ে যাওয়া পথের দুধারের জলের ক্ষীণধারার মতো বেড়িয়ে এসে বইতে শুরু করেছে।

এই রকম বৃষ্টি হতো সিলেটের লাউরাছরা চা বাগানের বাড়িতে।তাঁর জন্মভূমি,তার শরীর মন গড়ে ওঠার জায়গা।প্রকৃতির কোলে একগুচ্ছ ফুলের মতো রঙ্গীন ছিল তার জীবন।লাবানের নাসপাতি বাগানের কলোনীতে জন্মেছিল সে।যখন তার পাঁচ বছর বয়স,মায়ের হাত ধরে উঁচু খাঁড়া রাস্তা ধরে অনেকটা হেঁটে সন্ধ্যের সময় লাবান বাজারে যায়।তার ছোট্ট নরম পা দুটোতে ব্যথা হচ্ছিল,মনে হচ্ছিল উঁচু পাহাড়ে উঠে যাচ্ছে ,রাস্তাটা অনেক লম্বা,শেষ হচ্ছে না।বাজারে পৌঁছে দেখল কত শাক,সজী ফল আর অনেক মাছ।খাসিয়া মহিলারা দোকানে বসে বিক্রি করছে। বহু লোকজন এসে টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যাচ্ছে মাছ শাক সবজী।খাসিয়া মহিলা পুরুষ ওদের মতোই সিলেটী ভাষায় কথা বলছে।জীবনের প্রথম এই কেনা বেচার হাট,ব্যপার করা লোকজন দেখল। আজ পল্লবী ব্যবসার মূলমন্ত্র শিখেছে,কাষ্টমারই ওদের ভগবান। ওদের ভাষা বলতে হবে,ওদের সংগে ভালো ব্যবহার করতে হবে।